শেখ হাসিনার বিকল্প নেই — – এম এ এস ইমন

মেহেরপুর-১ (সদর ও মুজিবনগর) আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ও কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য এম এ এস ইমন বলেছেন, আমরা অনেকদিন ধরে একসঙ্গে আছি, আমরা একই পরিবারের সঙ্গে কাজ করছি। আমরা শেখ হাসিনার ভক্ত, আমরা আওয়ামী লীগ করি, আমরা বঙ্গবন্ধুর অনুসারী। সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা আবার মাঠে নামবো ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে মেহেরপুর হোটেল বাজার নতুন পাড়া মোড়ে তার রাজনৈতিক কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে তিনি এসকল কথা বলেন।

এম এ ইস ইমন বলেন, আমরা বিশ্বাস করি শেখ হাসিনা মানে উন্নয়ন, সেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার বিকল্প নেই। আওয়ামী লীগ সরকার যেন আবার ক্ষমতায় আসতে পারে এ লক্ষ্যে আমরা আবার মাঠে নামবো। এর আগে যেমন করে আমরা প্রত্যেকটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়েছি, আওয়ামী লীগের উন্নয়নের কথা বলেছি, শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা বলেছি, আমরা একইভাবে আবার মানুষের বাড়িতে বাড়িতে যাব, আওয়ামী লীগের উন্নয়নের কথা বলব, শেখ হাসিনার উন্নয়নের কথা বলবো।

এর আগে এম এ এস ইমন ঢাকা থেকে তিনি মেহেরপুর পুরাতন বাসস্ট্যাণ্ডে পৌছালে নেতাকর্মীরা স্লোগান দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানান। পরে তিনি নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে পায়ে হেটে শোভাযাত্রা করে নিজ রাজনৈতিক কার্যালয়ে যান।

এসময় আওয়ামী লীগ নেতা ফরিদ আহমেদ, বেলাল হোসেন, স্বেচ্ছা সেবক লীগ নেতা মোস্তাফিজুর রহমান চন্দন, শরিফ রেজা পান্না, যুবলীগ নেতা সাজ্জাদ হোসেন, আতিক রহমান স্বপন, সানা উল্লাহ, ছাত্রনেতা ইব্রাহিম আলীসহ তিনশতাধিক নেতাকর্মী শোভযাত্রায় অংশ নেন।

পরে তিনি নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নতুন রাজনৈতিক কার্যালয়ের উদ্বোধন করেন।

আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকনের নির্বাচনী পথসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকনের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার রাতে আমদাহ ইউনিয়নের রায়পুর গ্রামে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে পথ সভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকন, মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক ছাত্রনেতা ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, জেলা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল,জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম বাবলু বিশ্বাস, জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুল, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা মোছাঃ লাভলী ইয়াসমিন, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাজী সহিদুল ইসলাম, জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট আব্দুল আল মামুন রাসেল, মহিলা আওয়ামী লীগ নেত্রী রেহেনা মান্নান, জিনারুল ইসলাম, একরামুল হক হীরা, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ০১ নং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিয়ার রহমান হিরা, সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকারনাইন বাইজিদ, সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিনসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ।

দর্শনা পৌর আ.লীগের উদ্দ্যগে ঐতিহাসিক ৭ মার্চ পালিত

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্মৃতি-বিজড়িত ৭ মার্চের ভাষণ উপলক্ষে সর্বস্তরের জনগণকে সাথে নিয়ে কর্মসূচি পালন করেছে দর্শনা পৌর আওয়ামীলীগ ও সহযাগী সংগঠন।

গত মঙ্গলবার ঐতিহাসিক ৭ মার্চ উপলক্ষে সকালে দর্শনা পৌর আ,লীগের দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সাংসদ হাজী মোঃ আলী আজগার টগর এমপি ও দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন দামুড়হুদা উপজলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ,লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু। পতাকা উত্তোলন শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চে স্বাধীনতার দিক নির্দশনা বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধুর দেওয়া ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণটি বাঙালি জাতির জীবন অতিগুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে এবং বাঙালি জাতির অনুপ্রেরণার অনিবার্ণ শিখা হয় অফুরান্ত শক্তি ও সাহস যুগিয়ে আসছে। একইসাথে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ জাতিসংঘের ইউনিসেফ কর্তক ‘‘বিশ্ব ঐতিহ্যের দলিল” হিসাবে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয়েছে।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌরসভার নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ আতিয়ার রহমান হাবু, দর্শনা পৌর আ,লীগের সহ-সভাপতি শফিকুল আলম, দর্শনা নাগরিক কমিটির সসদ্য সচিব ও দর্শনা পৌর আ,লীগর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক আরিফ, দর্শনা ডিএস ফাজিল মাদরাসার শিক্ষক আরিফুজ্জামান আরিফ, কুড়লগাছি ইউনিয়ন আ,লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওসমান গনি, কাজল আহম্মেদ, দর্শনা পৌর ওয়ার্ড কমিটির সাধারন সম্পাদক জয়নাল আবেদীন নফর, সাধারন সম্পাদক নেফাউর রহমান মন্টু, আ,লীগ নেতা বিল্লাল হোসেন, সোলাইমান কবির, দামুড়হুদা উপজেলা যুবলীগের সভাপতি আব্দুল হান্নান ছোট, যুবলীগ নেতা আব্দুস সালাম ভুট্ট, হীরণ, দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্র লীগের সভাপতি আরিফুল

মল্লিক।

দর্শনা পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম ববি, কলেজ ছাত্র লীগের সভাপতি নাহিদ পারভেজ, সাধারন সম্পাদক ছাত্রলীগ নেতা লোমান, অপু সরকার। এছাড়াও দর্শনা পৌর মুক্তিযাদ্ধা সংসদ, পৌর আওয়ামী লীগ, উপজেলা ও পৌর যুবলীগ, ছাত্রলীগ, দর্শনা কলেজ ছাত্র লীগসহ বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ও সরকারের উন্নয়ন প্রচারে শোভাযাত্রা

মেহেরপুরের গাংনীতে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ও ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালন এবং জাতিয় শিশু দিবস উদযাপন ও সরকারের উন্নয়ন প্রচারনা মুলক শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সকালে উপজেলা সাবেক ছাত্রলীগের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম ও জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিবের নেতৃত্বে একটি শোভাযাত্রা গাংনী শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

শোভাযাত্রাটি গাংনী উপজেলা চত্বর থেকে বের হয়ে সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা চত্বরে এসে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী। জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ সভাপতি রাকিবুল ইসলাম টুটুল,উপজেলা কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান পলাশ, উপজেলা কৃষক লীগের সহ সভাপতি মাহামুদ হাসিবসহ উপজেলা ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মি সদস্যবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। এসময় সরকারের নানা উন্নয়ন তুলে ধলে শ্লোগান দেন শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহনকারিরা।

কোটচাঁদপুর উপজেলা আ.লীগের শান্তি সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দেশের উন্নয়ন অব্যহত রাখতে দেশ বিরোধীদের রুখতে হবে, রবিবার বিকেলে কোটচাঁদপুর আলামিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠের শান্তি সমাবেশে এ কথা বলেন, ঝিনাইদহ -৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য নবী নেওয়াজ।

সভায় সভাপতিত্ব করেন, কোটচাঁদপুর উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী যুব মহিলা লীগের আহ্বায়ক পিংকি খাতুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, পৌর সভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি কায়দার রহমান,বলুহর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুল মতিন, উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আশরাফুল আলম খোকন, আজম বিশ্বাস, পৌর যুবলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান বুলবুল,ছাত্রলীগ নেতা শেখ সজিব ও ফয়সাল আহম্মেদ।

তিনি বলেন,দেশ যখন উন্নতি দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, ঠিক সে সময় বিএনপি জামাত ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের জ্বালাও পুড়াও, সন্ত্রাস নৈরাজ্য সৃষ্টি করে আবারও পিছনে নেবার যড়যন্ত্র করছে। আর সে যড়যনাত্র রুখতে আজ এ শান্তি সমাবেশ ও মিছিল।

পরে আলামিন মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে শান্তি মিছিল বের হয়। মিছিলটি কোটচাঁদপুর পৌর শহরের বিশেষ বিশেষ সড়ক প্রদক্ষিন করেন। এরপর বাজার চত্বরে গিয়ে মিছিলের সমাপ্তি হয়।

আমদহ ইউপি নির্বাচনে আওয়ামী

লীগ প্রার্থী রওশন আলী টোকনের পথসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলার আহদহ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী রওশন আলী টোকনের পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকেলে আমদাহ ইউনিয়নের আশরাফপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে এ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড: শরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে পথ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ও পিরোজপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আব্দুল সালাম বাবলু বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক আইন বিষয়ক সম্পাদক এডভোকেট খন্দকার আব্দুল মতিন, মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদিকা লাভলী ইয়াসমিন, বাংলাদেশ মহিলা আওয়ামী লীগের কেন্দ্র কমিটির সদস্য ও জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি শামীমা আরা হীরা ,ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোঃ শরিফুল ইসলাম, ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কাজী সহিদুল ইসলাম, মেহেরপুর সদর থানা সভাপতি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দিন চুন্নু, সাধারণ সম্পাদক ও বারাদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোমিনুল ইসলাম মোমিন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট খ ম হারুন ইমতিয়াজ বিন জুয়েল,শ্যামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতিন, ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি বাইজিদ আহমেদ সুইট,জেলা আইনজীবী সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট আব্দুল আল মামুন রাসেল, বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সম্পাদক তানভীর আহমেদ প্রমূখ।

দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বকুল আর নেই

মুজিবনগরে উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যানের তৌফিকুল বারী বকুল আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ শনিবার সকাল ১১ টার দিকে নিজ গ্রামে হঠাৎ অসুস্থ হলে তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

তিনি দারিয়াপুর পশ্চিম পাড়ার সাবেক মেম্বার মরহুম জিনারুল ইসলামের বড় ছেলে। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫২ বছর। সন্তান-সন্ততির মধ্যে তার দুইজন কন্যা রয়েছে।

তৌফিকুল বারী বকুল মুজিবনগর আওয়ামী লীগের রাজনীতির বিশুদ্ধ মানসিকতার বিতর্কহীন রাজনীতিজ্ঞ। তিনি দারিয়াপুর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান, সাবেক ছাত্রনেতা, জেলা যুবলীগের সাবেক সহ-সভাপতি, মুকুট ইট ভাটার স্বত্বাধিকারী ও জেলা ট্রাক মালিক সমিতির সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তার অকালমৃত্যুতে রাজনৈতিক, জেলা ট্রাক মালিক সমিতি ইউনিয়ন ও দারিয়াপুর ইউনিয়নে চলছে শোকের ছায়া।

ছাত্র জীবনে তিনি দারিয়াপুর মাধ্যমিক স্কুল থেকে এসএসসি ও (সীমান্ত কলেজ) বর্তমান মুজিবনগর সরকারি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করেছিলেন।

মরহুমের জানাজার নামাজ দারিয়াপুর পশ্চিম পাড়া ঈদগাহ মাঠে আজ সন্ধ্যা ৭ টার সময় অনুষ্ঠিত হবে।

মুজিবনগরে সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের গণসংযোগ

আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে পুনরায় নির্বাচিত করে উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখতে নৌকা প্রতীকে ভোট চেয়ে গনসংযোগ করেছেন মেহেরপুর ১ আসনের আওয়ামীলীগের (সাবেক) এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নান।

বুধবার বিকেল থেকে তিনি কেদারগঞ্জ বাজার, বল্লভপুর, রতনপুর, বাগোয়ান, জয়পুর, তারানগর ও আনন্দবাসের এই গণসংযোগ করেন।

এ সময় তিনি সাধারণ জনগণের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর শেখ হাসিনার উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড তুলে ধরেন এবং এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য আগামী জাতীয় নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে আবারো আওয়ামীলীগ তথা শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় এনে তার হাত ধরে বাংলাদেশ কে বিশ্বের এক মর্যাদা পূর্ণ স্থানে আসিন করার আহ্বান জানান।

আলমডাঙ্গার নাগদাহ ও আইলহাস ইউপি নির্বাচনে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ

আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ ও আইলহাঁস ইউপির নির্বাচনে প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ সম্পন্ন হয়েছে।

মঙ্গলবার নির্বাচন কর্মকর্তার অফিস কক্ষে প্রার্থীদের উপস্থিতিতে উপজেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা এমএজি মোস্তফা ফেরদৌস উপজেলার ২টি ইউনিয়নের ১২ চেয়ারম্যান প্রার্থীদের মাঝে প্রতিক বরাদ্ধ করেন।

নগদাহ ইউনিয়নে ৯ প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী, মোঃ হায়াত আলী (নৌকা প্রতিক), স্বতন্ত্র প্রার্থী দারুস

সালাম(মটর সাইকেল প্রতিক), আলমগীর হোসেন (রজনীগন্ধা প্রতিক), মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ (আনারস প্রতিক), মোহাম্মদ আতিকুর রহমান (ঘোড়া প্রতীক), আওয়ালুজ্জামান (আটো রিক্সা প্রতিক), মোঃ মিশর আলী (টেলিফোন প্রতিক), মোহাম্মদ এজাজ ইমতিয়াজ বিপুল(চশমা প্রতিক), মোহাম্মদ আবুল হোসেন (টেবিল ফ্যান)

আইলহাঁস ইউনিয়নে ৩ প্রার্থীর মধ্যে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থী, মোঃ জাহিদুল ইসলাম বাদল (নৌকা প্রতিক) ও স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ বিল্লাল গনি (আনারস প্রতিক) ও মিনাজ উদ্দিন বিশ্বাস (চশমা প্রতিক)।

একই দিন উপজেলার ২টি ইউনিয়নের সংরক্ষিত আসনের মহিলা ২৩ জন ও সাধারণ সদস্য ৫১ জন প্রার্থীদের মাঝেও উপজেলা নির্বাচন অফিস বিভিন্ন প্রতিক বরাদ্দ করেন।

উপজেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটানিং কর্মকর্তা এম, এ, জি মোস্তফা ফেরদৌস বলেন,নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত তপশিল অনুযায়ী আগামী ১৬ মার্চ দ্বিতীয় ধাপে আলমডাঙ্গা উপজেলার ২টি ইউনিয়নে শান্তিপূর্ণভাবে ও সুষ্ঠভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। সেই সাথে সকলকে নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলার আহবান জানাচ্ছি।

গাংনীতে কৃষক হত্যা মামলায় কৃষকলীগ নেতা আতিয়ার সহ ৮ জনের যাবজ্জীবন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধলা গ্রামের কৃষক এনামুল হক নইলো হত্যা মামলায় গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি আতিয়ার রহমানসহ ৮ জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আদালত।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ

বিচারক শহিদুল্লাহ আসামীদের উপস্থিতিতে এ রায় প্রদান করেন।

দণ্ডিতরা হলেন- ধলা গ্রামের ছইফতুল্লাহর ছেলে আতিয়ার রহমান, মহব্বত আলীর ছেলে ছামিদুল ইসলাম, রহমতুল্লাহর ছেলে শাহার আলী, শাহার আলীর ছেলে টিপু সুলতান, গোলাম হোসেনের ছেলে আব্দুল খালেক, আহম্মদ আলীর ছেলে আক্তারুজ্জামান, জার্মান ওরফে দফের আলীর ছেলে মান্নান ওরফে মানা ও আজিত বক্সের ছেলে জিল্লুর রহমান।

মামলার বিবরনে জানা যায়, ২০১৭ সালের ২৯ জুলাই সন্ধ্যায় ধলা গ্রামের আক্কাস আলীর ছেলে এনামুল হক নইলোকে পূর্ব শত্রুতার জেরে স্থানীয় নওপাড়া নবীনপুর ঈদগাহ ময়দানের পাশে হত্যা করে গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি আতিয়ারসহ ৯ জন। এ ব্যাপারে নিহতের ভাই আজমাইন হোসেন টুটুল বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নং ৩৪। সেশন ১৬৯/১৮ ও জিআর ২৪১/১৭। পরবর্তীতে মামলাটি সিআইডিতে স্থানান্তর করা হয়। সিআইডির উপ-পরিদর্শক হাসান ইমাম মামলার তদন্ত শেষে ৮ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশীট প্রদান করেন।

বিজ্ঞ আদালত বাদী বিবাদী পক্ষের আইনজীবীর যুক্তিতর্ক ও ১৫ জন স্বাক্ষিদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে আসামীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় প্রত্যেককে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

মামলায় রাষ্ট্রপক্ষে কৌশলী ছিলেন (পিপি) পল্লব ভট্টাচার্য ও আসামী পক্ষের কৌশলী ছিলেন একেএম শফিকুল আলম।

পরে দণ্ডিতদেরকে মেহেরপুর জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।